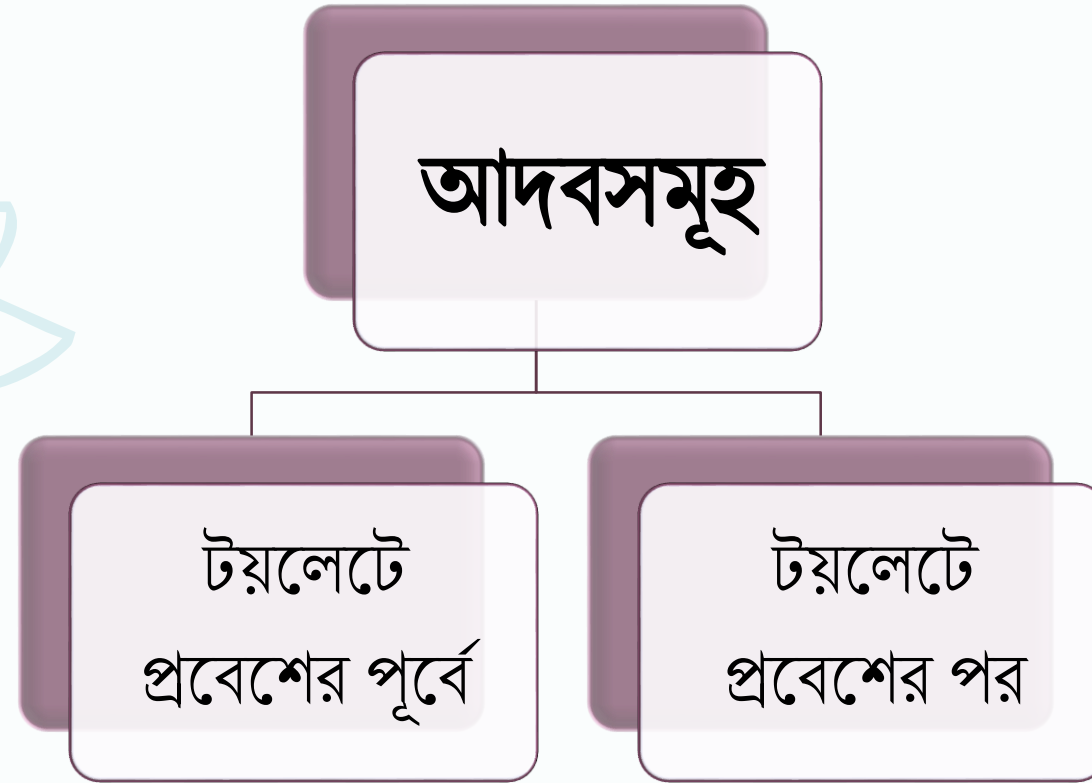


FQH = 10

পেশাব-পায়খানার আদবসমূহ

1



টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে

- ❑ মানুষের দৃষ্টি থেকে এতটুকু দূরে যাওয়া; যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায় এবং তার থেকে নির্গত বায়ুর আওয়াজ অন্য কেউ শুনতে না পায়।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَّازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মল-মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে করতেন তখন এতদূরে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।” আবু দাউদ, হাদীস নং-২

- ❑ প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় মাথা ঢেকে রাখা। একেবারে খালি মাথায় টয়লেটে যাওয়া ঠিক নয়। কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মাথা ঢেকে রাখার কথা সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনদের থেকে প্রমাণিত।
- ❑ নরম বা এমন স্থান খুঁজে নেয়া যেখান থেকে প্রস্রাবের ছিটা শরীরে বা কাপড়ে না লাগে। আবু দাউদ-৩

❑ পানির ঘাটে, রাস্তার মধ্যে, ছায়ার স্থানে; ফলদার বৃক্ষের নিচে- মানুষের উঠা বসার স্থান এবং কোনো গর্তের মধ্যে- প্রস্রাব-পায়খানা না করা।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

“তোমরা অভিশাপের দু’টি কারণ হতে দূরে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন: অভিশাপের কারণ দু’টি কী? তিনি বললেন: পথে-ঘাটে অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯

❑ আল্লাহর নাম লেখা রয়েছে; এমন কোন জিনিষ সাথে না নেওয়া।

❑ দুআ পড়ে টয়লেটে প্রবেশ করা।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন মল-মূত্র ত্যাগের জন্য শৌচাগারে প্রবেশের ইচ্ছে করতেন তখন বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট অপবিত্র জিন ও জিনীর (অনিষ্টতা) থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং

- ❑ টয়লেটে আগে বাম পা প্রবেশ করানো। আবু দাউদ-৩২
- ❑ প্রস্রাব পায়খানা করার সময় কোনো ব্যক্তি সালাম দিলে উত্তর দেওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় কোনো কথাও বলা যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ رَجُلٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

“জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। তখন সে তাঁকে সালাম দিলে তিনি কোনো উত্তর দেননি।” সহীহ মুসলিম-৩৭০

□ কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে না বসা। এমনটি করা মাকরুহে তাহরীমী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
 "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ:
 فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَّاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَتَنَحَّرَفْنَا عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত, “যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবাহ ইসতিগফার করতাম।” বোখারী - ১৪৪

□ যথাসম্ভব বসার নিকটবর্তী হয়ে ছতর [কাপড়] খোলা এবং বসা অবস্থায়- প্রস্রাব-পায়খানা করা, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করা। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَذْنُو مِنَ الْأَرْضِ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল-মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে করলে ভূমির নিকটবর্তী হলেই কাপড় খুলতেন।” তিরমিযী, হাদীস নং ১৪

❑ প্রস্রাব ও নাপাক পানির ছিটা থেকে সতর্কতার থাকা।

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন: কবর দু’টিতে শায়িত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে উভয়কে বড় কোনো গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করতো (একজনের কথা আরেক জনকে বলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিত)” সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২১৬

❑ প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলে, সে যেন একটা উপযোগী স্থান খুঁজে নেয়। যেমন, পর্দার দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং বাতাসের দিকে মুখ করে বসবে না’ আবু দাউদ

❑ প্রশ্রাব-পায়খানার সময় তেলাওয়াত; যিকির-মৌখিক কোন ইবাদাহ উচ্চারণ করা মাকরুহ।

মুহাজির ইবনে কুনফুয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্রাব করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দেননি। তবে তিনি দ্রুত অযু সেরে তার নিকট এ বলে আপত্তি জানান,

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - إِلَّا عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ

“আমি অপবিত্র থাকাবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অপছন্দ করি” আবু দাউদ, ১৭

পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি



পেশাব-পায়খানার পর; পবিত্রতা অর্জন করার তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি: শুধু টিলা/টিস্যু ব্যবহার করা: এক্ষেত্রে তিনটি টিলা/টিস্যু ব্যবহার করা সুন্নাহ। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

সালমান ফারসী রা.-কে বলা হল, তোমাদের নবী তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি শৌচাগার ব্যবহারের পদ্ধতিও! আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ রাহ. বলেন, সালমান রা. বললেন, ‘হাঁ, অবশ্যই! তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করি এবং ইস্তিঞ্জার সময় তিন পাথরের কম ব্যবহার না করি।’ সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত আমল ও বাণী মূতাবেক অনেক সাহাবা ও তাবয়ীনের আমল ছিল। তাঁরা পানি থাক বা না থাক শুধু টিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন।

এ অনুযায়ীই উম্মাহর ইমামগণের ফতোয়া। সকল ইমামের মত হল, পানি থাকুক বা নাই থাকুক সর্বাবস্থায় শুধু টিলা দ্বারা তাহরাত হাসিল করা জায়েয। আল ইসতিযকার ১/১৪৩

দ্বিতীয় পদ্ধতি: শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। পেশাব-পায়খানার পর শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিষয়ে সাহাবা ও তাবেরীয়-যুগে দু-একজনের ভিন্নমত থাকলেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো ইমামের মতবিরোধ নেই যে, পেশাব-পায়খানার পর শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে।

শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার ব্যাপারে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ

“রাসূলুল্লাহ সা. পায়খানায় গেলে আমি এবং আমার সমবয়সী একটি ছেলে এক লোটা পানি ও একটি হাতের লাঠি নিয়ে রাসূল সা. অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর তিনি পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০

তৃতীয় পদ্ধতি: টিস্যু/টিলা ও পানি উভয়টা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। টিলা ব্যবহার করে পানি দ্বারা ধৌত করা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, তাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় এবং এই পদ্ধতিটাই সবচেয়ে উত্তম। তবে টিস্যু/টিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা কখনোই ঠিক হবে না। যেমন, প্রস্রাবের পর টিস্যু/টিলা হাতে নিয়ে শৌচাগারের বাইরে চল্লিশ কদম দেওয়া, লেফট-রাইট করা, বার বার উঠা-বসা করা, কেউ পানির পূর্বে টিলা ব্যবহার না করলে তাকে পশুর সাথে তুলনা ও ঘৃণা করা কিংবা কটু বাক্য বলে তাকে জর্জরিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইস্তিঞ্জা রিলেটেড বিবিধ মাসায়েল

❑ টিস্যু/টিলা ও পানি খরচ করার সময় বাম হাত ইউজ করা। আবু ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ.

“তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ না করে। শৌচাগারে প্রবেশ করলে যেন ডান হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে। এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন টিলাও ব্যবহার না করে।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩

❑ হাড়ি, কয়লা, কাগজ, গাছের কাঁচা পাতা, খাদ্যদ্রব্য, শুকনো গোবর ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ। সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা, তিনটি টিলার কমে ইস্তিঞ্জা এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২

হাড় হচ্ছে জিনদের এবং মানবপালিত পশুর মল হচ্ছে জিনদের পশুর খাদ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিনরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তিনি বলেন,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفَ لِذَوَابِكُمْ.

“আল্লাহ তা‘আলার নাম উচ্চারিত হয়েছে, এমন প্রতিটি হাড় তোমাদের খাদ্য। তা তোমরা গোশতে পরিপূর্ণ পাবে। তেমনিভাবে উটের প্রতিটি মল খন্ড তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامٌ إِخْوَانِكُمْ.

“অতএব তোমরা এ দু’টি বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ, এগুলো তোমাদেরই ভাই জিনদের খাদ্য।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮৬০

- ❑ ডান পা দিয়ে বের হওয়া।
- ❑ বাইরে এসে এ দোয়া পড়া

غُفْرَانِكَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

‘গুফরানাকা আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি আজহাবা আনিল আজা ওয়া আফানি।’

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আপনার হুকুমে প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে যাওয়ায় যে স্বস্তি ও অফুরন্ত কল্যাণ লাভ হয়েছে, তার জন্য শুকরিয়া জানাচ্ছি। (মাঝখানে কিছুক্ষণ আপনার শুকরিয়া আদায় করতে না পারায়) আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।'